VIVEKANANDA COLLEGE • KOLKATA

1950

তমসো মা জ্যোতির্গময়

@মাস.Comm

বসন্ত সংখ্যা 2024

presented by

department of journalism and mass communication

vivekananda college thakurpukur

সম্পাদক

নব কিশোর চন্দ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

শ্রেয়সী পর্বতি ধর

দীপাঞ্জনা বসু মজুমদার

সুমনা সাহা দাস

আকাশ সাউ

শিব শঙ্কর দত্ত

রাজ্যেশ্বর সাহা

অবর সম্পাদক

তৃষা, আবীর, সোহম, পিয়াল, সম্রাট, অর্পণ

এবং

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

EDITORIAL

From the desk.....
With great pleasure and enthusiasm, the Department of Journalism and Mass Communication of Vivekananda College Thakurpukur presents the pinnacle of creativity and the freedom of self-expression of our college's talented souls through the pages of the departmental magazine @মাস.Comm on the auspicious occasion of Bengali new year.

This issue of @মাস.Comm captures the joy, celebration, and events surrounding color-themed festivals of spring as well as the customary subtleties of Bengali new year celebrations. It portrays the collective vision of the contributors in all its heterogeneous variety ranging from photographs to original artwork and opinion pieces.- be it the critical engagement with contemporary issues or the creative flights of budding poets and storytellers.

Happy reading !!!

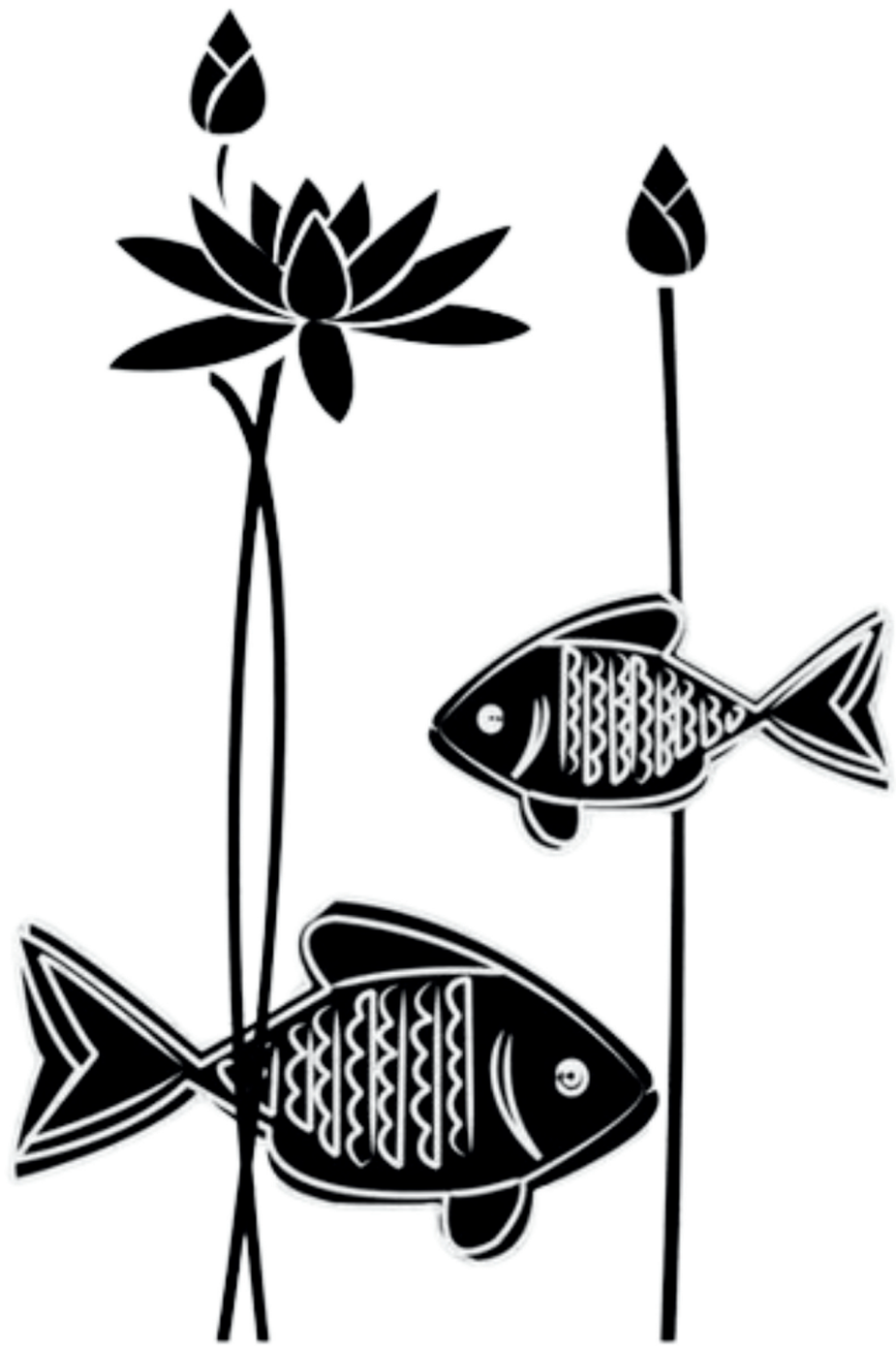

CONTENT

1. বসন্ত উৎসবের পৌরাণিক কল্পকথা 1

2. নব - বর্ষ 2-3

3. কুন্তলীনের আড়ালে বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি 4-5

4. একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প 6

5. মোর বসন্ত 6

6. বঙ্গাব্দ সূচনার ইতিকথা 7-8

7. Boshonto Utsav at Shantiniketan 9

8. যেথা গান থেমে যায় 10-11

9. ঋতুরাজ বসন্ত 12

10. ছবি ঘর 13-16

11. রং তুলি ক্যানভাস 17-18

12. The “He”..... 19

13. My Last Wish 19

14. Babel 19

15. স্বাধীন তুমি? 20

16. School Memories 20

17. আমি বৈশাখ 21

18.হৃদয় বনাম মস্তিষ্ক 21

19.প্রিয়তমা..... 22

20.খাঁটি সত্য 22

21.Lost in Fragrance of You 22

বসন্ত উৎসবের পৌরাণিক কল্পকথা

সুমনা সাহা দাস
Professor of Journalism and Mass Communication

ধূলি ধুসরিত অনুর্বর শৈত্যের প্রবলতা কাটিয়ে পাতা ঝরা প্রকৃতির প্রতিটি শাখায় যখন কচি পাতার নরম সবুজ ছোঁয়া লাগে, তখনই বসন্ত নিজের রঙের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয় মানব হৃদয়ে রঙের সঞ্চার ঘটাতে। বসন্তের রঙে রঙিন হয়ে ওঠা প্রকৃতির সাথে সাথে সমগ্র বাংলা সহ ভারতের বহু রাজ্যে পালিত হয় হোলি বা বসন্ত উৎসব। বর্তমানে এই উৎসব নিছক খেলা বা আমোদ উৎসব হলেও পৌরাণিক বিশ্বাসে এর গুরুত্ব অন্যরকম।

শিব পুরাণে ব্রহ্মার আশীর্বাদে অজেয় হিরণ্যকশিপু তার সন্তান প্রহ্লাদকে বধ করার জন্য হোলিকা কাকে স্মরণ করে। অগ্নিসহা হোলিকা ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করলে বিষ্ণু কৃপায় প্রহ্লাদ রক্ষা পেলেও ভস্ম হয় হোলিকা। বাংলায় এই গল্পের রূপক হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় ন্যাড়াপোড়া বা বুড়ির ঘর পোড়া। পরের দিন অশুভ শক্তির পরাজয় উদযাপন করতে রঙের উৎসব হোলি পালিত হয়, যার নামের উদ্ভব হয় 'হোলিকা দহন' থেকে।

এর পাশাপাশি শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার রং খেলার ছোটগল্প লোকমুখে প্রচলিত, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তার মায়ের কাছে নিজের গাত্রবর্ণ নিয়ে মনের ক্ষেদ প্রকাশ করায় তার মা রাধিকার মুখে রং মাখিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিজের রঙের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন এবং সেই উৎসবই রংয়ের উৎসব হিসেবে পালিত হয়। তবে এই গল্পের সূত্র কেবল পৌরাণিক গল্প থেকে উদ্ভূত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায় কারণ ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষে এই উৎসবের সূচনা হয়, প্রাচীন আরিয়ান জাতির কাছ থেকে। খ্রিস্ট জন্মের কয়েকশো বছর আগে থেকেই যা পালিত হয়। খ্রিস্টজন্মের ৩০০ বছর আগের পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যে এর নমুনা পাওয়া যায়। অন্যদিকে ৭০০ শতকে রাজা হর্ষবর্ধনের সময় সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনুরাগমূলক নাটিকাতে হোলি উৎসবের বর্ণনা রয়েছে। ইংরেজরা প্রথম দিকে এই উৎসবকে 'ল্যুপেরক্যালিয়া' উৎসবের সাথে তুলনা করতো। যদিও এই রোমান অনুষ্ঠানের বর্ণনায় যে নৃশংসতার কথা মতভেদে প্রচলিত আছে তার সাথে বসন্ত উৎসবের কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং উর্বরতার প্রার্থনায় রোমান দেবতা ল্যুপেরক্যাল' এর পূজার সাথে বাংলা নবান্ন উৎসবের কিছু মিল থাকলেও থাকতে পারে।

তবে এতসব গল্পের মাঝে রূপকথার অন্যতম আতুর ঘর চীন দেশের বসন্ত উৎসব বা স্প্রিং ফেস্টিভাল'এর পৌরাণিক গল্প সম্পূর্ণ অন্যরকম। চীন দেশের প্রাচীন এক কল্পকাহিনী অনুযায়ী নিয়ান (অর্থ: নতুন বছর) নামের এক রাক্ষস বনে বসবাস করত। সিংওয়ালা অত্যন্ত হিংস্র চেহারা এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তিত্বের এই রাক্ষস বন্যপ্রাণীদের ভোজন করে দিন যাপন করতো। বছরের শেষ দিনের শেষ রাতে কেবল একবার, অন্ধকারে বেরিয়ে আসতো মানুষ ভক্ষণের জন্য। এই রাক্ষসের ভয় গ্রামবাসীরা তঠস্থ হয়ে ওঠে। তারা তাদের ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে এবং তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভগবান এক বৃদ্ধের রূপ নিয়ে এরকমই একটি রাতে আবির্ভূত হন। তিনি গ্রামবাসীদের জানান এই নিয়ান লাল রং, আতশবাজি, শব্দ এবং আগুনের শিখায় ভয় পায়। সেই বৃদ্ধের কথা মতই, গ্রামবাসীরা নিজেদের দরজার সামনে লাল কাগজের লণ্ঠন, নতুন বছরের বার্তা লেখা লাল কাগজ টাঙিয়ে এবং ঘরের সামনে মেহগনি কাঠের আগুন জ্বালিয়ে আতশবাজি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। নিয়ানের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা জোরে জোরে কথা বলতে থাকে এবং আতশবাজি জ্বালিয়ে নিয়ান কে ভয় দেখায়। এই সব কিছু দেখে নিয়ান ভয়ে পলায়ন করে। পরের দিন এই অশুভ শক্তির নাশ করে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর উৎসবই চীনের বসন্ত উৎসব যা সারা বছরের সবথেকে বড় উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়।

উৎসবের ধরন নতুনের আবাহন বা রঙের খেলা যাই হোক না কেন সব আয়োজনেরই মূল উদ্দেশ্য অশুভ শক্তির উপরে শুভ শক্তি জয়ের উল্লাসকে উদযাপন করা।

নব - বর্ষ

দীপাঞ্জনা বসু মজুমদার
Professor of Journalism and Mass Communication

পহেলা বৈশাখ, বাংলা সনের প্রথম দিন। এক নতুন বছরের সূচনা। অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দিনটি উজ্জাপন করা হয়। এক সময় নববর্ষ পালিত হতো আর্তব উৎসব বা ঋতুধর্মী উৎসব হিসেবে। কৃষি কাজের সাথে যোগ ছিল এই ঋতু উৎসবের। ঐ সময়ে প্রচলিত রাজকীয় সন ছিল 'হিজরি সন', যা চন্দ্র সন হওয়ায় প্রতি বছর একই মাসে খাজনা আদায় সম্ভব হতো না। খাজনা আদায়ের জন্য তখন নতুন সনটির নাম রাখা হয় ‘ফসলি সন’, পরে তা বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন নামে পরিচিত হয়। সালতামামি ঘেঁটে পাওয়া যায় বাংলা সন শূন্য থেকে শুরু হয়নি, যে বছর বাংলা সন প্রবর্তন করা হয়, সে বছর হিজরি সন ছিল ৯২৩ হিজরি। সেই অনুযায়ী সম্রাটের নির্দেশে প্রবর্তনের বছরই ৯২৩ বছর বয়স নিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাংলা সনের। বাংলা নববর্ষ পালন এর সূচনা হয় মূলত বাদশাহ আকবরের সময় থেকে। সে সময় বাংলার কৃষকরা চৈত্রমাসের শেষদিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তিতে জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূ-স্বামীদের খাজনা পরিশোধ করত। আর ভূস্বামীরা আনন্দের সাথে তাদের মিষ্টি মুখ করাতেন পরের দিন । এই উপলক্ষে তখন মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতেন তাঁরা। নববর্ষের উৎসব তখন মূলত বাংলার গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে দিনটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলা নববর্ষ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পাশাপাশি সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। উৎসবটি বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে চিহ্নিত করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময় গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের প্রচলন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন নববর্ষ উজ্জাপন করা হয়। হিন্দু সৌর বছরের প্রথম দিন আসাম, কেরালা, মনিপুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিল নাড়ু এবং ত্রিপুরায় নববর্ষ উজ্জাপিত হয়। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন নামে পালন হয় বৈশাখের এই প্রথম দিনটি : **পাঞ্জাব- বৈশাখী , কেরালা- ভিষু, আসাম- বিহু , তামিল নাড়ু- পুথান্দু , উড়িষ্যা- পান সংক্রান্তি, ত্রিপুরা- পহেলা বৈশাখ** ।

অতীতে বাংলা নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোপুরিই একটি অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক ব্যাপার। গ্রাম-গঞ্জের ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের শুরুতে তাঁদের পুরানো হিসাব-নিকাশ শেষ করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষে তাঁরা নতুন ও পুরাতন খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানাতেন। নতুন ভাবে তাঁদের সাথে ব্যবসায়িক যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য। চিরাচরিত এই অনুষ্ঠানটি আজও পালিত হয়। শহরাঞ্চলেও এখন এই লোক উৎসব বহুল প্রচলিত। এই দিনে হালখাতা ছাড়াও বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেদার খাওয়া দাওয়া, নতুন জামাকাপড়, আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে নতুন বছর কে স্বাগত জানান আট থেকে আশি।

বাংলা দেশ এবং ভারত ছাড়াও এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশে এই সময়নতুন বর্ষবরণের উৎসব পালন করা হয়। এর মধ্যে আছে মায়ানমার, নেপাল, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম।* মায়ানমারের নববর্ষকে স্থানীয়ভাবে থিংইয়ান নামে ডাকা হয়। বার্মিজ ভাষায় এর অর্থ 'পরিবর্তন' বা 'এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তর'। নতুন বছরের প্রথম দিনটি সাধারণত মধ্য-এপ্রিলে হয়ে থাকে, তবে ঠিক কোন নির্দিষ্ট দিনে তা পালন হবে তা হিসাব করা হয় মায়ানমারের সৌর এবং চন্দ্র পঞ্জিকার গণনা মিলিয়ে। থিংইয়ানের দিনে বার্মা বা মায়ানমার জুড়ে water festival পালন করা হয়, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো water festival এর অন্যতম।পাঁচশ বছরের বেশি সময় ধরে এই উৎসব পালন করে আসছে এ দেশের মানুষ।এখানকার মানুষের বিশ্বাস, water festival এর জলের ছোঁয়ায় মানুষের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। এপ্রিলে মায়ানমারের তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি থাকে, যে কারণে এই উৎসবে সাধারণ মানুষ স্বস্তির ছোঁয়া পায়।

- সৌর পঞ্জিকা অনুসারে ১৪ই এপ্রিল নেপালের আনুষ্ঠানিক বর্ষ পঞ্জিকা বিক্রম সাম্বাতের প্রথম দিন।এ দিনে বৈশাখ উৎসব নামে সার্বজনীন এক উৎসব হয় দেশজুড়ে। বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া ও শুভেচ্ছা বিনিময় আর সাথে নানা খেলাধুলার আয়োজন করা হয়।
- থাইল্যান্ডের নতুন বছরের শুরুর দিনটি সংক্রান উৎসব নামে পরিচিত।সংক্রান শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ সংক্রান্তি থেকে এসেছে।থাইল্যান্ডে মূলত এটি এপ্রিলের ১৩ তারিখে শুরু হয়, এবং উৎসব চলে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। ২০১৮ সালে থাই সরকার উৎসবের দৈর্ঘ্য ১২ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত ঘোষণা করেছে। থাই এবং মালয়েশিয়ান সিয়ামিজ গোত্রের মানুষেরাই মূলত ধর্মীয় রীতি মেনে এ উৎসব পালন করেন। তবে এই উৎসব উজ্জাপন হয় গোটা দেশজুড়ে।নববর্ষ উপলক্ষে থাইল্যান্ডেও সবচেয়ে বড় আয়োজন থাকে water festival।ছোট বড় সব বয়সের, সব শ্রেণীর মানুষ অংশ তাতে নেন ।

- সিংহল বা শ্রীলংকার নববর্ষকে স্থানীয়ভাবে আলুথ আবুরুদ্ধাও বলা হয়। শ্রীলংকার এই নববর্ষ ১৪ই এপ্রিল পালন করা হয়। তবে উৎসব চলে এক সপ্তাহ ধরে। এ উৎসবটিও সৌর পঞ্জিকা অনুসারে পালন করা হয়, কিন্তু ঠিক কোন দিনে পালন করা হবে দিনটি, সেটি নির্ধারণ করা হয় নতুন চাঁদের হিসাবে। এখানকার নববর্ষের সাথে তামিল নববর্ষ উজ্জাপনের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।ঘরে ঘরে পালিত এই উৎসবে হরেক রকমের খাবারের আয়োজন থাকে।আর থাকে এলাকা ভিত্তিক খেলাধুলার আয়োজন। যার মধ্যে রয়েছে গরুর দৌড়, ডিম খেলা, ফসলি মাঠে কাদা খেলা ইত্যাদি।

- কম্বোডিয়াতে ১৪ই এপ্রিল খেমার নববর্ষ পালন করা হয়। দিনটিকে বলা হয় 'চউল সানাম থামাই', এর মানে নতুন বছরে প্রবেশ করা। উৎসবের শুরু হয় বৌদ্ধ মন্দিরে সকাল বেলায় ধর্মীয় আচার পালনের মধ্য দিয়ে। এরপর প্যাগোডা বা বৌদ্ধমন্দির চত্বরে ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানান সাধারণ মানুষজন।খেমার নববর্ষে কম্বোডিয়াতে নানা ধরণের লোকজ খেলা এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।এর মধ্যে অন্যতম দড়ি টানাটানি খেলা হয়, অধিকাংশ এলাকায় নারী বনাম পুরুষের মধ্যে হয় এই খেলা।
- লাওসেও সৌর পঞ্জিকা অনুযায়ী বৈশাখের প্রথম দিনটি পালন করা হয় নববর্ষ বা নতুন বছরের সূচনা হিসাবে। স্থানীয়ভাবে এর নাম সংক্রান বা পি-মেই, যার মানে নতুন সংক্রান্তি বা নতুন বছর। তিন দিন ধরে চলে এই উৎসব।

সংস্কৃতির ধারক হোক এই নববর্ষ , তা সে যে দেশের মাটিতেই উজ্জাপন করা হোক না কেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে গোটা বিশ্বের কাছে পৌঁছে যাক সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা।

কুন্তলীনের আড়ালে বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি

নাম - রৌণক কুমার দাস
সেমিস্টার - 4
স্ট্রিম - BSc (Hons) Zoology

সময়টা ১৩০৩ বঙ্গাবদ। বিজ্ঞাপন এল ফরমায়েসি গল্পেরপরতিযোগিতার। “গল্পের সৌন্দর্য কিছুমাত্র নষ্ট নাকরিয়া কৌশলে 'কুন্তলীন' এবং এসেন্স 'দেলখোস' এর অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোনো পরকারে ইহাদের বিজ্ঞাপনবিবেচিত না হয” উপহার হিসেবে সাম্মানিক অর্থকিংবা প্রসাধন সামগ্রী এবং মুদ্রিত আকারে পুস্তিকায গল্প প্রকাশ। বাণিজযিক স্বারথে সেই প্রথম সাহিতযক্ষেত্রে পুরস্কার পরদানের শুর একজন বাঙালির হাত ধরে। কে এই বাঙালি? একাধারে উদযোগপতি,ব্যবসায়ী,অনযদিকে স্বদেশচেতনাযপর্ণ,সাহিত্যপ্রেমী,ভারতে রঙিন আলোকচিত্রগ্রহণেরপথিকৃৎ,ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালির আইকন ‘এইচ বোস’, হেমেন্দ্রমোহন বসু।

“যার নাই কোনো গতি,সেই করে তেজারতি”- অনুকরণপ্রিয,ঝকিহীন গতানুগতিক জীবনে অভযস্ত বাঙালি জনসমাজে এক নতন পথের দিশারী হেমেন্দ্রমোহন। তবে মযমনসিংহের জয়সিদ্ধি গ্রামনিবাসী হরমোহন বসুর এই পত্রের হওযার কথা ছিল ডাক্তার। কিনত ভাগ্যদেবী বোধহয হেমেন্দ্রমোহনের জন্য অন্য রাস্তা ঠিক করে রেখেছিলেন। কলকাতামেডিকেল কলেজের ছাতর হিসাবে ১৮৯০সালে প্রেসিডেন্সির বটানি লযাবে গবেষণাকরতে গিয়েচোখ ক্ষতিগ্রস্তহলে অন্ধহতে হতেবেঁচে যান;তবে ডাক্তারি পডার সবপনে ইতি পড়ে।কিনত কৌতূহলী,সৃজনশীল মন,নতুনকে আপন করার ইচ্ছায মগ্ন হেমেনদররউদ্যমে কোনোদিন ভাটা পড়েনি। তাঁর দূরদৃষ্টি,সৃষ্টিশীলতাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল বযবসাযলকষ্মীলাভে বাঙালিভাগ্যের চাকা।

১৮৯৪ সালে ৬২,বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে গড়ে উঠল-“এইচ বোস পারফিউম ম্যানুফ্যাকচারার্স”।শুর হল কেশতৈল ‘কুন্তলীন’-এর জয়যাত্রার।বাড়িতেই তৈরি হল সুগন্ধীতৈরির গবেষণাগার। ৫, শিবনারায়ণ বোস লেনে বসল ম্যানুফ্যাকচারিং আউটলেট।ভাযোলেট কুন্তলীন ছাড়াওআরো ছয় রকমের তেলের পাশাপাশিছিল দেশি- বিদেশি প্রসাধনীরসমাহার। তবে সবচেয়ে বিখ্যাতছিল এসেন্স ‘দেলখোস’। ‘দেলখোস’ বাজারে এলে তার সুবাস এত প্রবলভাবে বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল যে বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়ির নাম লোকমুখে হয়ে গেল ‘দেলখোস হাউস’।কুন্তলীন ও দেলখোসের প্রশংসায় রবি ঠাকুর লিখলেন-

“কেশে মাখ ‘কুন্তলীন’
রুমালেতে ‘দেলখোস পানে
খাও ‘তাম্বুলীন’ ধন্য হোক
এইচ বোস”।

ধীরে ধীরে হেমেন্দ্রমোহন তৈরি করলেন নিজস্বব্র্যান্ড ভ্যালু। সৃজনশীলতা,প্রচার ও বিজ্ঞাপনে নতুনত্বএনে বাঙালিকে উপহার দিলেনপানে খাওয়ার তাম্বুলীন,ক্যাস্টারিন নাম দিয়ে ক্যাস্টর অয়েল,রোজ মেরি টুথ পাউডার,গোলাপ দন্তমঞ্জন,কোকোলীন সাবান,টয়লেট পাউডার,মিল্ক অব রোজ এসেন্সপ্রভৃতি নানা
প্রসাধনী দ্রব্য। বলা ভালো- দাঁতের মাজন থেকে কোষ্ঠকাঠিন্যের ওষুধ-সবকিছুর সমাধান ছিলেন এইচ্ বোস।
সাহিত্যে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশিপ্রসাধনীর বিজ্ঞাপন,এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ‘কুন্তলীন’ পুরস্কারের অবতারণা।তৈরি হল আধুনিক যন্ত্রযুক্ত বিরাট ছাপাখানা। এই প্রেসের রোটারিমেশিনে তিনিই প্রথম মনোটাইপ ও লাইনোটাইপ প্রথা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেন।ফরমায়েসি গল্পের এই প্রতিযোগিতার প্রথম বর্ষেরপ্রথম পুরস্কার পেল ‘নিরুদ্দেশ সংবাদ’, লেখক অজ্ঞাত।(যদিও পরে জানা যায়,লেখক স্বয়ং মামা জগদীশচন্দ্র বসু। এই লেখাটিই পরিমার্জনের পর ‘পলাতক তুফান’ নামে ‘অব্যক্ত’-এর অংশ হয়েছে)বিশেষ পুরস্কার পেলেন মানকুমারী বসু। পরের সংখ্যায় ‘পুজোর চিঠি’ লিখে প্রথম পুরস্কার পান রাধারাণী দেবী ছদ্মনামে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৩০৯ বঙ্গাব্দে জলধর সেন সম্পাদিত সংখ্যায় প্রথম হয় ‘মন্দির’,লেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (আসলে মামার ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প)প্রথমপুরস্কার মূল্য ছিল ২৫ টাকা।দশম
স্থানাধিকারী পর্যন্তপুরস্কার ছিল। গল্পগুলিসহপুস্তিকা ছাপা হত।রবীন্দ্রনাথ ‘কর্মফল’ গল্পের জন্য ৩০০ টাকা সাম্মানিক পেয়েছিলেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পুরস্কার দেওয়া চলেছিল।

নিজস্ব সাইকেলপ্রীতির উপর ভর করে ভাই যতীন্দ্রমোহনের সাথে একত্রে ১৯০৩ সালে ৬৩/১,হ্যারিসন রোডের উপর গড়ে তুললেন শোরুম ও কারখানা সহ ভারতীয মালিকানাধীন প্রথম সাইকেল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-'এইচ বোস সাইকেলকোম্পানী'। রোভার ও ডারকাপ সাইকেল বিক্রির পাশাপাশি জগদীশচন্দ্র,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নানা বিখ্যাত মানুষের সাইকেল শিক্ষক ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন।

এরপর ঝোঁক পড়ল মোটরগাড়ির দিকে। ১৯০৩ ও ১৯০৫ সালে দুটি ড্যারাকমোটরগাড়ি(ফরাসি)কেনার পাশাপাশি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারমি. প্রিসটনেরসহযোগিতায় প্রথম ভারতীয় অটোমোবাইল ডিলার হিসাবে শুরু করলেন ‘দি গ্রেট ইস্টার্ন মোটরওয়ার্কস’।যেমন অস্টিন, ল্যান্ডলেটেরমত গাড়ি বিক্রি করেছেন,তেমনি **‘Ugly Animal’** বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ফোর্ডকে।

১৯০০ সালে তাঁর হাত ধরে ভারতে আসে ফোনোগ্রাফ।১৯০৮-এর ১৯শে জুন ধর্মতলায় বিখ্যাত জহুরি লাভোচাঁদ-মতিচাঁদের দোকানের লাগোয়া মার্বেলহাউসে শুরু হল নতুন ব্যবসা-‘দিটকিং মেশিন হল’।সিলিন্ডার রেকর্ডেরচাহিদা কমলে ফ্রান্সেরচার্লস প্যাথি কোম্পানির সাথে মিলে তাকে পরিণত করেন ডিস্ক রেকর্ডে (সম্ভবত এটাই প্রথম বিদেশি কোম্পানিরসহিত ভারতীয় কোম্পানির ফ্র্যাঞ্চাইজি স্থাপনের নিদর্শন)।এল গ্রামোফোন।কণ্ঠ দিলেন রবীন্দ্রনাথ,দ্বিজেন্দ্রলাল,লালচাঁদ বড়াল,নীরোদা বাঈ সহ অনেকে। ‘প্যাথে-এইচ বোস রেকর্ডস্’-এর লেবেলযুক্ত গ্রামোফোনে(‘প্যাথেফোন’) রবীন্দ্রকণ্ঠেগানের সংখ্যা ছিল একুশ।বঙ্গভঙ্গকালে 'এইচ বোস স্বদেশি রেকর্ডস’-এর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠের সিলিন্ড্রিকাল রেকর্ডিংয়ে 'বন্দেমাতরম্ ' উদ্বুদ্ধ করেছিল মানুষকে।‘স্বদেশি সিলিন্ড্রিকাল রেকর্ডের জনক’ হিসেবে হেমেন্দ্রমোহন স্বদেশেও সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের সিলিন্ডার তৈরি শুরু করেন।

মামা জগদীশচন্দ্রের থেকেই ছবি তোলার ঝোঁক,পরবর্তীতে একেও ব্যবসার কাজে লাগানো। বিদেশ থেকে আনিয়েছিলেন স্টিল ক্যামেরা, রঙিন ,এমনকি মুভি ক্যামেরাও। প্রথমদিকে 3-D ফোটোগ্রাফি নিয়ে গবেষণার পাশাপাশিবৌবাজারের বাড়িতে তৈরি করেছিলেন ডার্করুম,তুলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধীআন্দোলনের বহ ছবি। স্টিরিয়োস্কোপিক অটোক্রোম প্লেটে রবীন্দ্রনাথের ছবিও তুলেছিলেন এইচ বোস। চৌকোনা পকেট টর্চ লাইটও এ দেশে এসেছে তাঁর হাত ধরেই।সত্যজিৎ রায় জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন যে,তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রেরণাএইচ. বোস কোম্পানিরকলের গান ও অটোক্রোম স্লাইড।

৫২ বছর বয়সে এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পোদ্যোগীস্বপ্নদ্রষ্টার মৃত্যু ঘটে। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পেরিয়ে পুরাতন মানসিকতাকে দূরে সরিয়ে রেখে আজ যখন বাঙালি ব্যবসার নানাক্ষেত্রে নিজেদের শিকড় পোক্ত করছে, তখন আমাদের স্মরণ করতেই হয় এই বিস্মৃতপ্রায় ‘ধ্রুবতারা’-কে।

একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প...

নাম-নীলেন্দু পোড়েল
সেমিস্টার -6
স্ট্রিম - BSC(Hons) ইলেকট্রনিক্স

বসন্ত উৎসবের মেলা যেখানে সেই সুন্দর মেলায় মিলনের প্রতীক। এখানে আসা প্রত্যেক কাউকে একটি মেলানো প্রেমের গল্পের কাহিনী অপেক্ষা করে।
এক ছোট্ট গ্রামের ছেলে আর এক গ্রামের মেয়ে, দুজনেই প্রেমে মাতাল হৃদয়ের প্রিয়া।
তাদের প্রেমের সাথে মিলনের প্রতীক হিসেবে বসন্ত উৎসবের মেলা একটি অত্যন্ত মুখর অংশ।
প্রেমের সুরে বাজে বাঁশি, হাওয়ায় ভাসতে লাগে মেলার আলো। ছেলেটি সাজে সুন্দর ধারের প্রতিবিম্ব, মেয়েটি সাজে রঙ্গিন ফুলের মালা। দুজনের চোখে প্রেমের আলো জ্বলে আসে।
মেলায় দুজনে মিলনের অপেক্ষা করছে। অন্য পাশে দেখা যায়, মেলার অধিনায়কের কাছে এক চিঠি দেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে লিখা আছে, “প্রেমের মেলা সুরু হলে, সেই সময় আমি তোমাদের মিলনের সঙ্গে থাকতে চাই।” এই চিঠিটি খুব সুখের সঙ্গে প্রেমের দুজনের হাতে পৌঁছে। এক্ষেত্রে মেলার অধিনায়ক নিজেকে দুজনের মিলনের মাঝে সৃষ্টি করেন। তার সাথে দুজনের মেলনের প্রতীক হিসেবে বসন্তের উৎসবের মেলা একটি অদৃশ্য প্রাণী হয়ে উঠে।
তাদের মিলনের গল্প বসন্তের উৎসবের মেলার মাঝে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সুন্দর সুন্দর গান, আনন্দের হাসি এবং প্রেমের রঙে মেলে মেলা হয়ে যায়। প্রেমের দুজন মেলার মধ্যে হৃদয়ের মেলনের সুখে প্রাণ ভরে উঠে। বসন্তের উৎসবের মেলা সমাপ্ত হলে তাদের প্রেমের গল্প এক অমর স্মৃতি হিসেবে থাকে বাঁচে।

মোর বসন্ত

নাম- সঞ্জনা দত্ত
সেমিস্টার -4
স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

তুই আসার পর তিনটে বসন্ত পেরিয়ে গেলো কিন্তু আজও তুই আগের মতই সুন্দর। জানিস বসন্তের মোহে আমি আজও উন্মাদ। বসন্তের নাম শুনলে আজও তোর কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে কোনো এক বসন্তে তুই এলি আর সুর, তাল, ছন্দে যেন মেতে উঠলো আমার জীবন। এমনই এক বসন্তের মলিন রাতে জন্মেছিলাম আমি আর সেই রাতের সৌন্দর্য্যতাকে নিজের মধ্যে ভরে নিয়ে যেনো সেজে উঠেছিলি তুই। বসন্তে এসেছিলি তুই, তাই তোকে ভালোবেসে বসন্ত বলে ডেকেছিলাম। যদিও তোকে পেতে কম কষ্ট করতে হয়নি। তোর ওই অভিমানী তারে বারে বারে রক্তাক্ত হয়েছি আমি। মাস্টারমশাই বলেন তোকে বোঝা নাকি খুব কঠিন। কিন্তু আমি যে তোকে বুঝতে পারি তোর থেকেও ভালো করে। তোর মন খারাপ হলে যে তুই গলা ভারী করিস তাও জানি। তোকে পাওয়ার আমার সাধ্য নেই, কিন্তু ভালোবেসে যাওয়ার আছে। জানিস কেন তুই এতটা কাছের, যখন কাউকে পাশে খুঁজে পাইনি সবসময় তোকে পেয়েছি। জীবনের শুধু কষ্টেই যে তোর কাছে এসেছি এমনটা নয় আনন্দেও ছিলি তুই সবসময়।
তাই এই ছোট্ট লেখাটা তোর জন্য। তোর তারে আমি আজও নিজেকে খুঁজে পাই যেভাবে প্রথম বার পেয়েছিলাম।
আজও বসন্তের মোহে আবদ্ধ আমি।

বঙ্গাব্দ সূচনার ইতিকথা

নাম - অয়ন মুখার্জী
সেমিস্টার - 6
স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

বাঙালির মনের মণিকোঠায় নববর্ষ চিরদিনই নবহর্ষের সঞ্চার ঘটায় | বাংলার প্রকৃতি , কৃষ্টি , সংস্কৃতি , সৃষ্টি , ঐতিহ্য ,সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস | সারাবিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালির একান্ত নিজের উৎসব নববর্ষের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা ঘটেনি |

বঙ্গাব্দ সূচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে | বাংলা সনকে বলা হয় বাংলা সংবৎ বা বঙ্গাব্দ, যা শুরু হয় ইংরেজি ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি বা খ্রিস্টাব্দের তুলনায় বাংলা বঙ্গাব্দ ৫৯৪ বছর কম | অনেক ইতিহাসবীদ মনেকরেন বঙ্গাব্দ সূচনার ক্ষেত্রে গৌড়িয় সম্রাট শশাঙ্কের ভূমিকা রয়েছে , আবার অনেকেই মনেকরেন বাংলা নববর্ষের সূচনা করেছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর , আবার অনেকেরই মতে বাঙ্গাবদের সূচনা করেছিলেন সম্রাট হুসেন শাহ |প্রাচীনকালে হিন্দুরা একটি বর্ষপঞ্জি পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল , এই বর্ষপঞ্জির সংস্করণ এর মাধ্যমেই গড়ে ওঠে বঙ্গাব্দ | যেসব ঐতিহাসিক ও সমাজবীদ মনেকরেন বঙ্গাব্দের সূচনা করেছেন সম্রাট আকবর , তাদের মতে ; ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা ইসলামিক হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করা হতো | কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা এদেশের কৃষি ফলনের সাথে সঠিকভাবে মিলতোনা। ফলে অসময়ে জোর করে কৃষকদের খাজনা দিতে বাধ্য করা হতো । খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের জন্য মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনবার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি , সৌর সন এবং আরবি হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম তৈরী করেন । ১৫৮৪ খ্রিস্টানের ১০ ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসন আরোহণের সময় অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর, ১৫৫৬ থেকে। প্রথমে এই সন ফসল সংগ্রহের সাথে যুক্ত হওয়ায় এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে এটি বঙ্গাব্দ বা বাংলাবর্ষ নামে পরিচিত হয়। সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকেই পহেলা বৈশাখ উৎযাপন শুরু হয়। সেসময় প্রত্যেককে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে প্রজাদের সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এর পর দিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় যার রুপ পরিবর্তন হয়ে বর্তমান সময়ে বাংলার নববর্ষের রূপ ধারণ করেছে |

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন বাংলা বর্ষপঞ্জি এসেছে বাংলার সপ্তম শতকের হিন্দু রাজা শশাঙ্কের কাছ থেকে। আকবরের সময়ের অনেক শতক আগে নির্মিত বাংলা ও কামরূপের বেশ কিছু মন্দিরের নক্সার কারুকার্যে বঙ্গাব্দ শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় , উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাঢ় বাংলার বিখ্যাত মৃন্ময়ী মন্দির যা আকবরের সুলতান হিসেবে অভিষেকের বহুবছর আগেই নির্মিত , সেখানে বঙ্গাব্দের কথা উল্লেখ আছে । আর এটাই নির্দেশ করে, আকবরের সময়ের আরও অনেক আগেও বাংলা বর্ষপঞ্জির অস্তিত্ব ছিল। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য কোন সময়ে কি কাজ হবে এধরনের ধারণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদিক যুগের
জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শীগণ তখন মহাকাশের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের চলাফেরা দেখে সময় সম্পর্কিত হিসাব নিকাশ ও এই সব আচার অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করার কাজ করতেন। জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক পাঠ ছিল ছয়টি প্রাচীন বেদাঙ্গ বা বেদ সংক্রান্ত ছয়টি প্রাচীন বিজ্ঞানের একটি- যেগুলো হিন্দুধর্মগ্রন্থের অংশ। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি একটি উন্নত ও পরিশীলিত সময় নির্ণয় কৌশল এবং বর্ষপঞ্জি প্রস্তুত করে। রাজা শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের সূচনা করেছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন যেসব ঐতিহাসিক তারা এটি প্রমাণ করতে গাণিতিক হিসেবও সামনে রেখেছেন ; তারা বলেছেন যেহেতু ইংরেজি বছর এবং বাংলা বছরের মধ্যে ৫৯৩ বছরের ফারাক আছে । অর্থাৎ সহজেই বোঝাযায় বাংলা বর্ষপঞ্জি চালু হয় ৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ। ইতিহাস বলছে, ওই বছরই বহু খণ্ডে বিভক্ত বাংলাকে একত্রিত করে সিংহাসনে বসেন মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্ক। যেহেতু সম্রাট শশাঙ্ক ছিলেন শৈব মতে বিশ্বাসী তাই তিনি শৈবদের পবিত্রবার সোমবার থেকে সপ্তাহের গণনা শুরু করেন | শশাঙ্কপন্থী ঐতিহাসিকরা এভাবেই দেখিয়েছেন সম্রাট শশাঙ্কই বঙ্গাব্দের সূচনা করেন |

এই দুটি মত ছাড়াও বাংলা ভাষাবিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বঙ্গাব্দের সূচনাকে কেন্দ্রকরে আরেকটি মতামত পাওয়া যায় , তাদের মতে মধ্যযুগের বাংলার সুলতান হুসেন শাহ বাংলা নববর্ষের উদ্ভাবক | সুলতান হুসেন শাহ ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক , তাঁর শাসনকালকে বাংলার স্বর্ণযুগ বলেও অভিহিত করা হয় | বিদেশাগত হলেও হুসেন শাহ নিজেকে 'বাঙালি' বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন | বাংলায় মধ্যযুগে রচিত 'নারদীয় পুরাণ' এর এক পুঁথিতে তৎকালীন জনৈক এক যবন নৃপতি কে বঙ্গাব্দের সূচনাকার হিসেবে দেখানো হয়েছে | পুঁথিগবেষক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এই পুঁথিটি গবেষণা করে দেখিয়েছেন পুঁথিতে উল্লেখ থাকা জনৈক সুলতান হলেন সুলতান হুসেন শাহ |

নববর্ষ তথা বঙ্গাব্দের প্রচলন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যতই দড়িটানাটানি চলুক সর্ব ধর্ম , সর্ব সম্প্রদায় , এমনকি সর্ব শ্রেণীর বাঙালির কাছে নববর্ষ হলো একান্ত আপন প্রাণের উৎসব | দুর্গাপুজো কিংবা ঈদে বাঙালি সর্বত ভাবে মেতে উঠলেও তার মধ্যে কোথাও না কোথাও কাজ করে ধর্মীয় বাধা | কিন্তু , নববর্ষ কোন বাঁধ মানেনা | নববর্ষ সর্বস্তরের বাঁধনের উর্ধ্বে | তাইতো পাকিস্তান বাহিনীর হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও ওপার বাংলায় থামানো যায়নি নববর্ষের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' আসাম সরকারের হাজারো প্রতিরোধের মধ্যেও অসমে বসবাসরত বাঙালি পালন করেছে নববর্ষের 'হালখাতা' কিংবা 'বৈশাখী মেলা' | বঙ্গাব্দ শুধু ক্যালেন্ডারে সীমাবদ্ধ বছর নয় , বঙ্গাব্দ হল আপামর বাঙালির আবেগ বাঙালির বেঁচে থাকার রসদ | বিশ্বের খুব কম প্রান্তেই মানুষ বসন্তকে বিদায় জানিয়ে উৎসব পালন করে , কিন্তু বাঙালি এমন একটা জনগোষ্ঠী যাঁরা প্রতিবছর বসন্তের শেষে গ্রীষ্মকে আলিঙ্গন করে সুষ্ঠ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে গানে , নাচে , আবৃত্তিতে ,| প্রতিবছর অজস্র মানুষ সমস্বরে আগত বছরকে স্বাগত জানিয়ে গেয়ে ওঠেন :

"এসো হে বৈশাখ এসো এসো ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥"

BOSHONTO UTSAV AT SHANTINIKETAN

Name- Piyal Chatterjee
Semester - 4
Stream- BA (Hons) Journalism and Mass Communication

The tranquilty of spring reaches its heights in Shantiniketan when the smell of palash flowers surround the atmosphere along with slow hums of **“ore bhai fagun legeche bone bone”**. The place so close to every Bengali further flourishes its beauty on the days when spring arrives knocking on the doors of the abode of heaven. While the greens of the beautiful city blossoms into pinks and orange hues, it is truly a sight to reckon with . With the arrival of spring , the city gets itself ready for the grand celebration of holi or dol.

Dol in Shantiniketan is like no other seen in India in my humble opinion. Where the simple festivities of dol utsav are not confined to just playing with Colours but with the celebration of culture that Bengal stands for, the essence of traditions are strong in the playgrounds of Shantiniketan. The dol utsav of bhubhandanga math are extremely famous with yellow taking the central stage where students and teachers enjoy themselves alike with the electrifying atmosphere of dol. But what is often overlooked is the enjoyment of the local people of Shantiniketan particularly the outskirts of Shantiniketan where the influence of Bishwabharati University are dimmed. The true folklore of Shantiniketan takes place in places like Daranda where the tribal people of the place exert their own influence far from the singing and dancing crowd of students.

The common theme of yellow Colour is carried in the tribes of Shantiniketan where men and women adorn garments of the same Colour and celebrate bosonto utsav. But their utsav is not just celebration but a significant economic event. Famous for tourism , the dol utsav holds a special place in folk dancers and singers lives. For them its not about the celebration but the economic gains they stand to have from this utsav. The true tradition lies in the hopes to make a profit out of their art of these people who stand nothing but appreciation from the tourists who travel far and wide to experience the **“culture”** of Bengal.
Women often perform their art in sonajhurir haat or in private resorts where they have been prebooked. The dance form includes holding each other’s hand and dancing in a circle or a semi circle often with copper matkis over their heads. The men are in charge of carrying a dhol and singing along with the women and embracing their traditions .
The baul culture is also significant during this time. In Baul community, Shantiniketan and its surroundings have long been considered sacred. Rabindranath Tagore was greatly influenced by the lyrics and ideology of Baul, as seen by a number of his compositions.

The Baul culture has changed over generations as it has weathered the whims of time, but these itinerant troubadours remain a popular attraction at Santiniketan’s Dol Utsav `, where they give tourists a unique look into their isolated world. Several of Baul’s most well-known songs critique traditional societies and faiths, as well as the apparent polarization and intransigence of organized religion. Their journey to the limitless is shaped by earthly love, which they eventually meet and transcend to become one with the divine.

The diverse folklore of this place resides with the common men and women who often get overlooked in the highly energetic crowd of students. However the true fragrance of our culture presides in their tapping feet and enchanting melodies.

যেথা গান থেমে যায়

নাম - তিয়াশা পরিচ্ছা
সেমিস্টার - 6
স্ট্রিম - B.A. (Hons) ইংরেজী

১৯৮৯ সাল, দক্ষিণ কলকাতা।

ঘামে ভিজে শরীরে প্রায় লেপ্টে যাওয়া জামাটাকে ঠিক করতে করতে রাসবিহারীর ক্রসিং পেরিয়ে হাঁটছিল সমীর। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ভাবেই, কারণ হঠাৎই হোঁচট খেয়ে এক মহিলার গায়ে পড়ে আর কি!
-“ দেখে চলতে পারেন না? অসভ্য ইতর কোথাকার!”
- “ সরি, ভেরি সরি দিদি । আমি আসলে দেখিনি ..... মানে ... একটু অন্যমনে ছিলাম.....আচ্ছা শুনুন না, মেলোডি নামের সিডির দোকান টা কোথায় বলতে পারেন?”
“ সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছেন। দোষ ঢাকতে মিছিমিছি জিজ্ঞেস করছেন কেন? যত্তসব! “

গজগজানিতে কান না দিয়ে , সমীর দোকানে ঢুকলো। এই ওর প্রথম সিডি কিনতে আসা। মেদিনীপুরে তো শুধু ক্যাসেটই দেখেছে। পড়াশুনো করতে কলকাতায় আসার পর , ওর বাড়িওয়ালার গানের সখের সাথে সাথে সিডির সাথে পরিচয়। ভিড়, প্রচণ্ড ভিড় দোকানে। কত লোকের কত কথা কানে আসছে –
“ দাদা , বেস্ট অফ হেমন্ত একটা , সন্ধ্যার ‘ গানের নিমন্ত্রণ ‘ তিন নম্বরটা দিন না “ – “ কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি “, “ধনঞ্জয়ের শ্যামাসংগীত বললাম তো”। এরই মধ্যে কোনমতে কাউন্টারের সামনে গিয়ে সমীর বললো –
“ দাদা, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এর নজরুল গীতির সিডি চাই”। মুহূর্তের মধ্যে সামনে দশ বারোটা সিডি এসে গেলো।
“ কোনটা নেবেন?”

****

২০০৮ সাল, বেহালার এক ছোট্ট ভাড়াবাড়ি।
ফিলিপস এর পুরোনো সিডি প্লেয়ারে বাজছে – ‘ কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী, সে কোন সোনার গাঁয়ে.....’
“ মা! ও মা! টম জেরি চালিয়ে দাও, গানগুলো শুনবো না।“ , অনেকক্ষণ ধরে ঘ্যানঘ্যান করে চলেছে চার – পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। জন্মের সার্টিফিকেট এ ওর নাম শ্রমণা হলেও বাড়ির সবাই আদরের রাণী বলেই ডাকে। ওর ছোট্ট হাত দুটো ধরে সমীর বললো –
“ এই গান গুলোতো রূপকথার গান, এগুলোর গল্প শুনবি? “

গল্পের নামে রাণী নড়ে চড়ে বসলো। সমীর মেয়েকে এই ব্যস্ত জগতের আড়ালে থাকা এক রূপকথা শোনাতে শুরু করলো, সেখানে রাজপুত্তুর গানের খোঁজে ভিনদেশে যায়, দত্যি দানব অনেক অনেক হীরা মানিকের বদলেই সেই সুর জাদুকাঠির মধ্যে ভরে দেয় , রাজকুমারী বরমাল্য নিয়ে অপেক্ষা করে , কে এসে তার প্রাণের গান শোনাবে !

****

২০২২ সাল, বেহালা অঞ্চলের একটা প্রায় নতুন দোতলা বাড়ির ,একতলার শোবার ঘর।

বাবার ছবির সামনে ধূপ দিতে গিয়ে হঠাৎ করেই পুরোনো সিডিগুলো চোখে পড়লো রানীর। অবহেলায় ধুলোমাখা চ্যাপ্টা বাক্সগুলো কি যেন বলতে চাইছে..... নাকি পুরোনো দিনের মতো সমীরই বলে উঠলো ? - " এই রূপালী চাকতি গুলোর মধ্যেই তো আমি রাজকন্যার প্রাণভোমরা কে আটকে রেখেছি রে মা! "

অজান্তেই চোখে আসা জল মুছে রাণী , ভালো করে মুছে একটা সিডি, নতুন নেওয়া কম্পিউটার এ চালানোর চেষ্টা করলো । ও হরি! এ যে বলে পুরোনো ফাইল ফরম্যাট সাপোর্ট করছেনা। সিডি প্লেয়ার জিনিসটাও তো উঠে গেছে। আচ্ছা থাক এখন, পরে ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা করা যাবে'খন। ইউটিউব এ আপাতত চালিয়ে দিল –

" যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে.."

ব্যবস্থা বোধকরি হয়নি।

****

২০৮৯ সাল। বেহালার বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে।

বাড়ির মালিক জিনিস পত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত , কালই ছেড়ে দিতে হবে। জামাকাপড় গুলো ব্যাগে ভরতে ভরতে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অগ্নি। মা ও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে , এখানকার পাট গুছানো ও হলো – শেষ পর্যন্ত ঝাড়া হাত পা হওয়া গেছে , এবার নিশ্চিন্তে স্টেটস এ যাওয়া।

" শুনছো? বলছি এইগুলো বক্স খাটের ভেতরে পেলাম, কি করবো?"

স্ত্রী এর এগিয়ে দেয়া জিনিসগুলোর কভারের প্লাস্টিকের সাথে প্রায় মিশে যাওয়া কাগজে লেখা নাম গুলো পড়ার চেষ্টা করে অগ্নি - "গানে মো.. র কোন... ইন.. ইন্দ্র , ধুর বাবা ! এগুলো তো মায়ের পুরোনো সিডি গুলো মনে হয়। মা বলতো বটে ছোটবেলায় , দাদুর আমলে কেনা। এতো অনেক গুলোই আছে দেখছি।"

একরকম অধৈর্য্য হয়েই তার স্ত্রী বলে , " ওসব কথা থাক। এগুলো কি করবো বলো ।"

" ফেলে দাও, কোনো কাজে লাগবেনা , পুষে রেখে কি লাভ। দেড়শো দুশো টা এসব অকারণে বয়ে নিয়ে যাওয়া কি মুখের কথা!"

পরের দিন অগ্নিরা বেরিয়ে পড়লো , সন্ধ্যেবেলা ফ্লাইট। জঞ্জালের মধ্যে নতুন স্থান পাওয়া সিডিগুলো পড়ে রয়েছে। চাইলেও প্রায় একশো বছর আগে সমীরের কেনা প্রথম গানের সিডি তার অন্তরে থাকা গান দিয়ে বলে উঠতে পারলোনা – ' আমার যাওয়ার সময় হলো , দাও বিদায় ....."

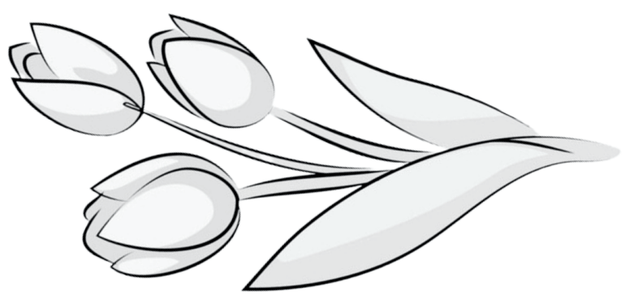

ঋতুরাজ বসন্ত

নাম - সোহিনী ব্যানার্জী
সেমিস্টার - 2
স্ট্রিম - BA (hons) Journalism and Mass Communication

“আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে “

কবিগুরুর এই গান এ বসন্তের অপূর্ব এক বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। কাব্যে, গানে, মননে, বসন্তের মতো অপরিহার্য কাল খুব ই বিরল। শীত যেমন দরকার, তেমনি ঝরা পাতার শেষে নূতন কিশলয় দের আহ্বান করার জন্য বসন্তের বড়োই প্রয়োজন।

উৎসব ও বসন্ত দুটি সমার্থক বলতে গেলে। বসন্ত মানেই দোল যাত্রা। রঙের উৎসব। মানুষের জীবনে রঙের অপরিহার্যতা অপরিসীম। রং ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। জীবনের প্রত্যেক ধাপে রঙের প্রয়োজন।
রান্নাঘরের মশলাই হোক আর পূজার ফুল, সবেতেই সৃষ্টিকর্তা রঙের অপূর্ব বিচরণ ঘটিয়েছেন। আমাদের চোখ ও তৈরী হয়েছে সেরকম ভাবেই, যাতে যেকোনো রং আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি।

বসন্ত নিয়ে লেখা হবে অথচ শান্তিনিকেতন এর কথা হবে না? তাও হয়? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জীবনের একটি বড়ো অংশ কেটেছে শান্তিনিকেতন এ। সেখানকার বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তিনিই তৈরী করেন, যা এখন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হিসেবে বিশ্বে সুপরিচিত।
বসন্ত উৎসব আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এর দোল উৎসব সমার্থক দুটি শব্দ। বসন্তের আগমন মানেই বিশ্বভারতী সেজে ওঠে দোলের আবহে।

তবে কি বসন্ত মানেই সব ভালো??
না, একেবারেই না। বসন্ত এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঋতু। যদিও ঋতুরাজ বলা হয় তাকে, কিন্তু তাও বসন্ত কাল মানেই ঋতু পরিবর্তন এর সময়, যে সময় বহু মানুষ ঠান্ডা লাগার সমস্যা তে ভোগেন। আবার কিছু মানুষের গুটি বসন্ত হয়, যা মানুষকে ভেতর থেকে অনেকখানি দুর্বল করে দেয়। তাই ডাক্তার রা পরামর্শ দেন, এই সময়ে ভালো করে সবজি, ডাবের জল, ইত্যাদি খেতে। এগুলি পথ্য হিসেবে কাজ করে।

পূরাণ অনুযায়ী এই বসন্তেই হোলিকা নামক রাক্ষসীর মৃত্যু হয়েছিল ভগবান বিষ্ণুর হাতে। তাই এই বসন্তে একটাই কামনা, আমাদের মনের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যাক, আমরা নতুন ভাবে যেন আমাদের ভেতরের ভালো গুন গুলি কে জাগিয়ে তুলতে পারি।

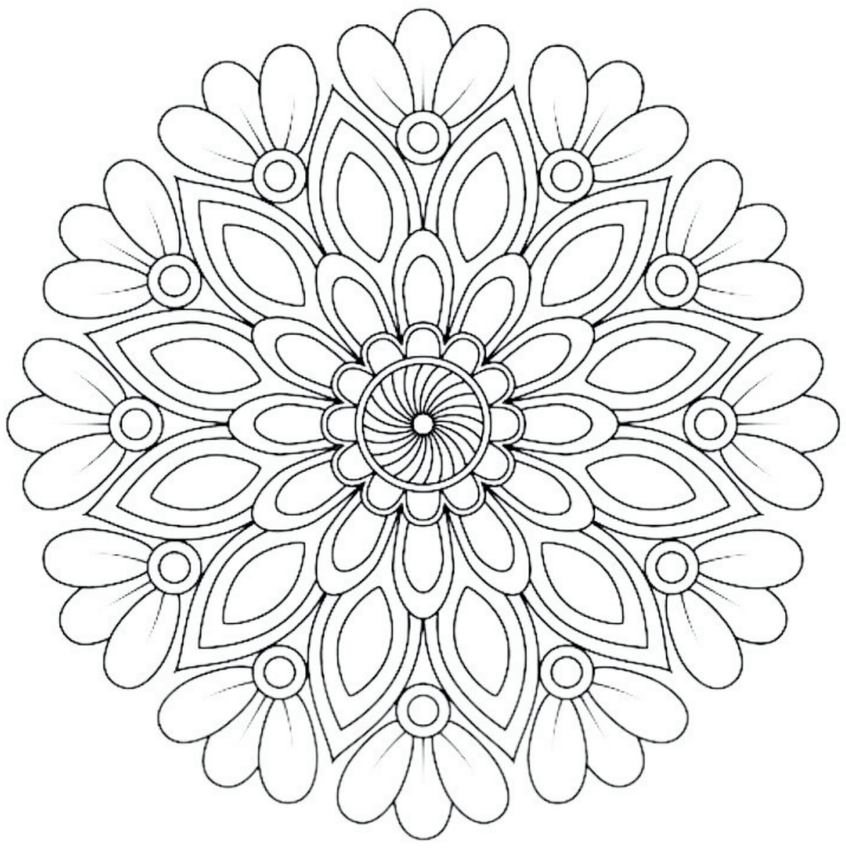

ছবি ঘর

Name - Dipanjana Basu Majumder
Professor of Journalism and Mass Communication

Name - Nilendu Porel
Semester - 6
Stream - BSc (Hons) Electronics

Name - Rajdeep Kantal
Semester - 6
Stream - BA (General)

Name -Sanjukta Biswas
Stream - B.Sc. (Hons) Bio-Chemistry

Name - Arpan Naskar
Semester - 2
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Sohom Chatterjee
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Sattik Choudhury
Semester - 4
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Sohom Chatterjee
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Dipanjana Basu Majumder
Professor of Journalism and Mass Communication

Name - Arpan Naskar
Semester - 2
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name -Sanjukta Biswas
Stream - B.Sc. (Hons) Bio-Chemistry

Name - Abir Roy
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

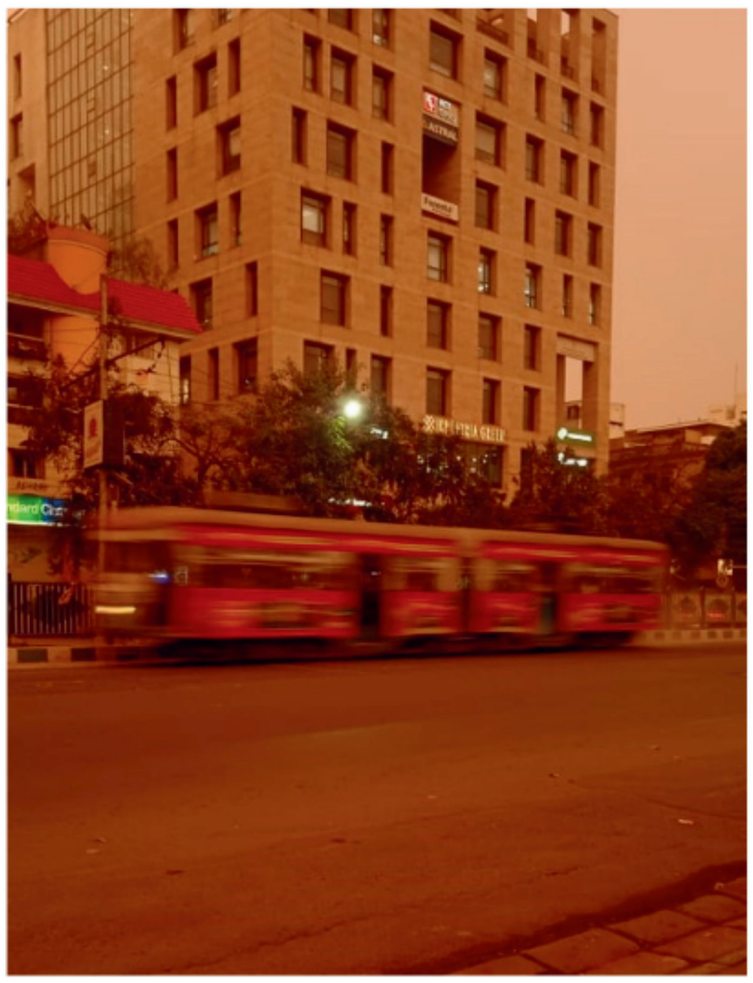

Name - Dipanjana Basu Majumder
Professor of Journalism and Mass Communication

Name - Piyal Chatterjee
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Jyotirmoy Bagchi
Semester - 2
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Trisha Chatterjee
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

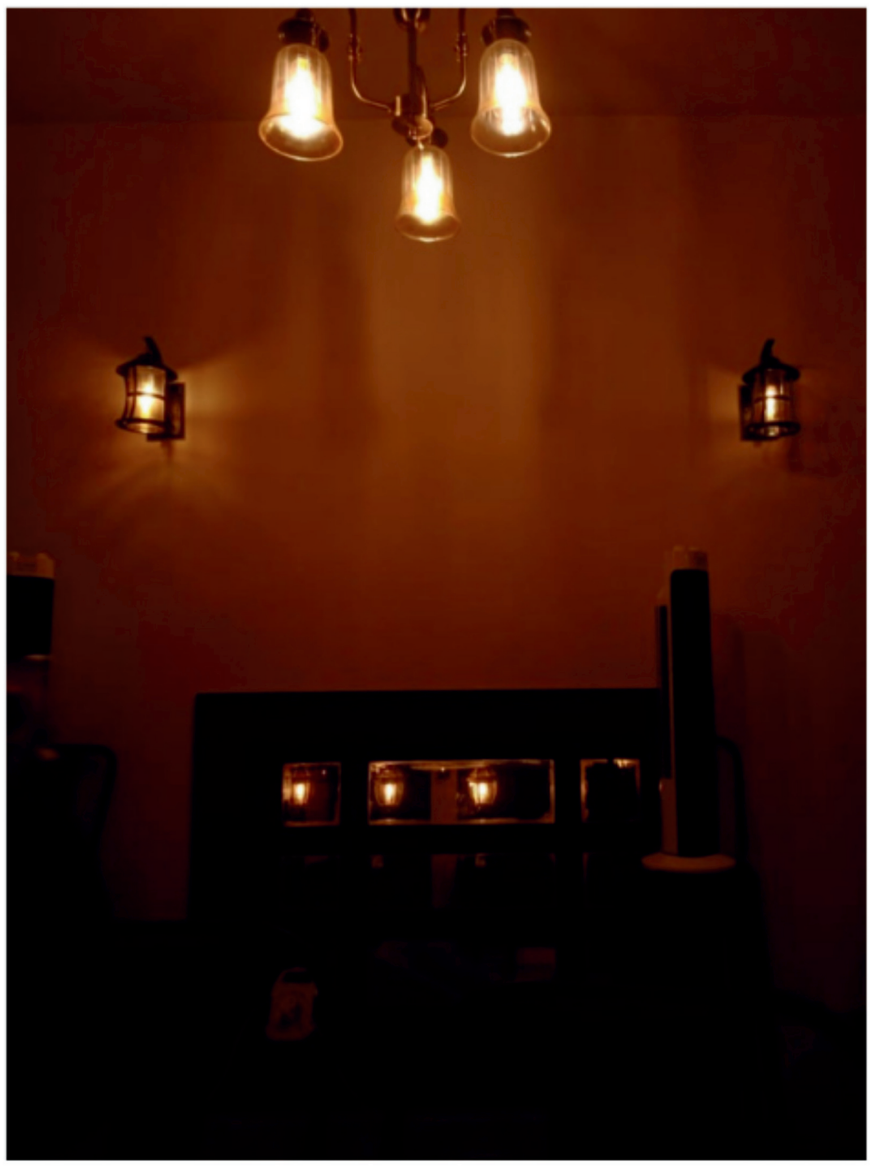

Name - Piyal Chatterjee
Semester - 4
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Trisha Chatterjee
Semester - 6
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Samrat Deoghoria
Semester - 4
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Kaustav Mondal
Semester - 1
Stream- BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Name - Samrat Deoghoria
Semester - 4
Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

রং তুলি ক্যানভাস

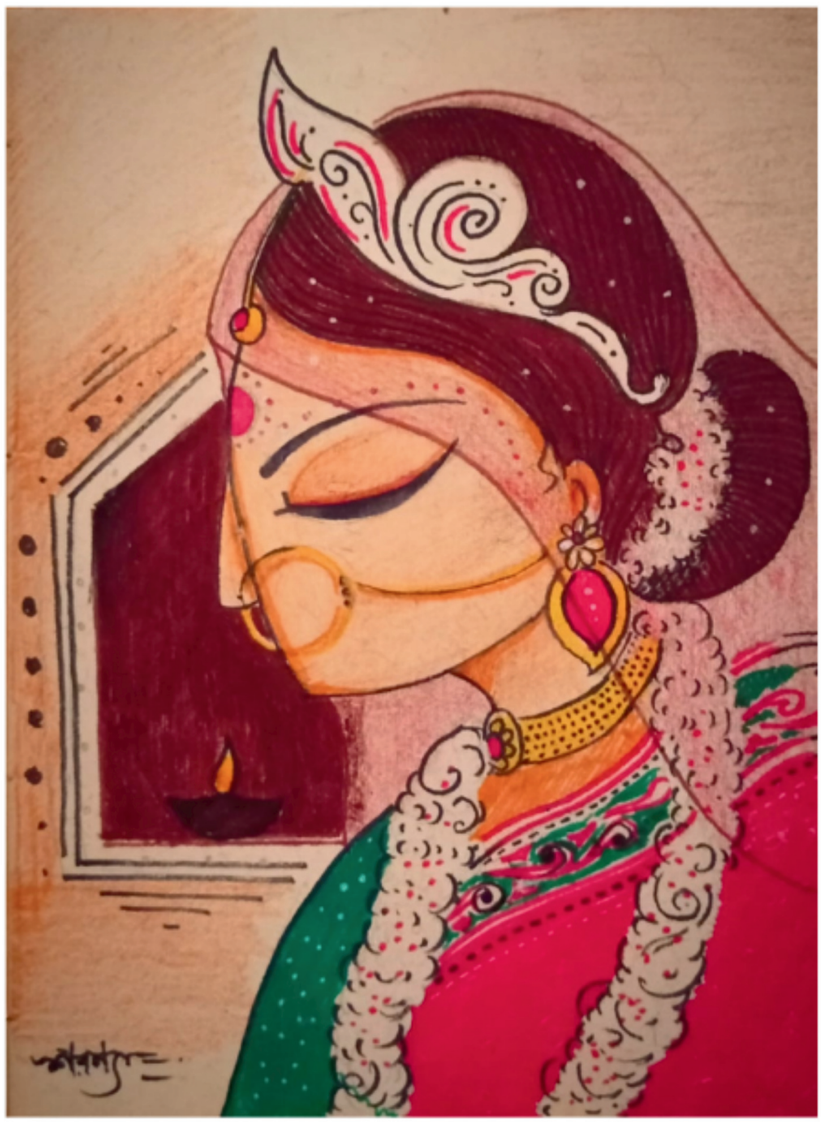

Name - Sharanya Mukherjee
Semester - 6
Stream - BSc (Hons) Geography

'বাংলার মাটি বাংলার জল'
ডঃ কুন্তল নারায়ণ চৌধুরী, pen-on-paper
Department of Botany

Name - Manisha Chatterjee
(Ex- Student)
Stream - BSc (Hons) Economics

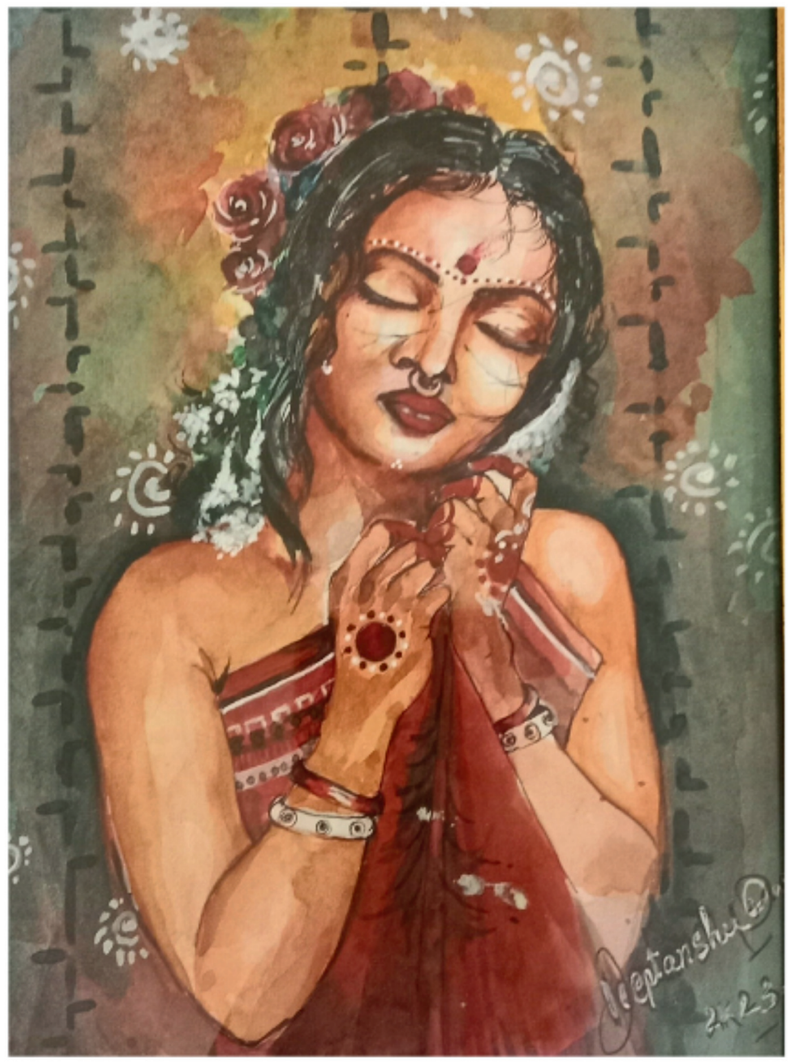

Name - Rajib Mondal
Semester - 2
Stream - BSc (Hons) Mathematics

Name - Rajib Mondal
Semester - 2
Stream - BSc (Hons) Mathematics

Name - Sharanya Mukherjee
Semester - 6
Stream - BSc (HONS)-Geography

Name - Rajib Mondal
Semester - 2
Stream - BSc (Hons) Mathematics

Name - Rajib Mondal
Semester - 2
Stream - BSc (Hons) Mathematics

THE "HE"

Name - Anamya Santra
Semester - 4
Stream - BA (Hons) English

The power exists I perceive
For the company I receive,
No fear of falling down
Not of oblivion ;

All I need to demand to be exiled
In the deepest core of His heart.
Being intimidated by circumstances

Strongest do I feel
Not alone am I

When I rejoice the glee of placidity.

MY LAST WISH

Name - Anik Goldar
Semester - 4
Stream - BA (Hons) English

Midst of the broken pieces of a mirror,
Lies our dismantled lives;
Delineating our actions and lost chances.
Hard work, persistence coupled with high hopes,
Inner and outer struggle culminating into success

All ceases to be skeptical.

Nuances of our lives feel like
The transient water of a river.
Soon we reach the shores,
Wryly faces ready to be turned
Into dark charcoal like hairy crust.
But mine last wish which is
Yet to be fulfilled
Nothing but happiness and joy in our lives.

BABEL

Name -Dipanjan Neogi
Semester - 6
Stream - BA (Hons) English

Look at all these people working
They are working day and night
The stones are soaked in their sweat
Axe in hand they show their might
Oh they dream to reach the heaven
And taste the milk of paradise
They dream of reaching heaven
With sheer will not deeds or sacrifice
They'll discuss the holy books
With all the learned men there is
And claim a heavenly beauty or two
Devilish urge tempted by angelic fairies

They are all in search for beauty,
For the wisest men in history,
The Christ and his kingdom,
To them is still a mystery.

But all are for their own
One must have heaven all to themself
All the beauties and all the wisdom
Shall belong to only them

They all speak to others
They all speak in vain
For none understand another
None will get their pain

They don't hear, they don't care
They don't care at all
All must have heaven all to themself
And this is how they bring their fall

Axe the woods, break the stones
Axe the neck, break the bones
Thy kingdom come, thy will be done
But thy work be not, now face the gun

স্বাধীন তুমি?

Name - Anirban Bera
Semester - 6
Stream - B.Com (Hons)

নারী, সত্যিই কি হতে চাও তুমি স্বাধীন?
নাকি কেবলই হতে চাও পুরুষের প্রতিযোগী,
স্বাধীন হওয়ার অন্তরীপে হারিয়ে যাচ্ছো তুমি
অদ্ভুত এক এগিয়ে চলায় পিছিয়ে পড়ছো তুমি।

কেমন এ স্বাধীনতা?
যেথা উন্মুক্ততায় উন্মাদ হয় সৌন্দর্যতা,
ঠোঁটের আঙিনায় ভেসে বেরায় ধোঁয়াছন্ন মাদকতা
অঙ্গে অঙ্গে পরিশ্রান্ত যেথা কোমলতার
কৌতুক উদারতা।

স্বাধীনতা! সে আবার ভিন্ন হয় নাকি লিঙ্গ বিশেষে?
অঢেল আকাশ জুড়ে যদি একদিন তারা
দেখতে খুব ইচ্ছে করে,
কিংবা বৃষ্টি-মুখোর পড়ন্ত বিকেলে যদি মন চায়
ছুটে গিয়ে উদারতা পেতে
স্বাধীন বলো নিজেকে যদি সময়ও অবাধ ইচ্ছায় বাঁধা না দিতে পারে তোমাকে।

অর্থ যদি স্বাধীন হয়, পোশাকি বাহার
যদি হয় আন্দোলনের মুখ
তবে নারী হোক বা পুরুষ দুজনেই
ভাসবে আলোর বিমুখ,
উগ্রতা যদি আকাঙ্ক্ষা হয়, ঈর্ষা যদি দেয় চরম সুখ
তবে পরাধীনতার অবকাশেই খুঁজো না হয় স্বাধীনতার একফালি অসুখ।

খাদের থেকে পিছিয়ে এসো, সময় এখনও বাকি
আয়নায় চোখ কোমলতা খুঁজুক, বৈশিষ্ট্যই হোক
বিশ্ব-প্রভাবী,
স্বাধীন তুমি হতে চাইলে, চেও না অন্যের মতো হতে
অন্যের কাছে দম্ভ করে “আমার ইচ্ছা” বলে পারবে না স্বাধীন হতে।

SCHOOL MEMORIES

Name - Suraiya Sultana
Semester - 4
Stream - B.A. (Hons) Journalism and Mass Communication

From hide and seek, to truth and dare
From sweaters to blazers
From ABCD to MOV/Tempest
From 123 to trigonometry
Our trek was lengthy, tiring, yet inspiring.
From eating alone in class to distributing and swiping tiffin
From art class to physics free body diagrams.
Match the following to solve chemical reactions From class tests to boards.
Our journey was difficult, yet inspiring.
From asking for a pen to not returning it once taken.
From the last minute revision to “BHAI PLEASE DEKHAS”.
Our school was one but the memory are millions
Memories made with large smile,
Moments made with beautiful friendships,
Life made best with school.

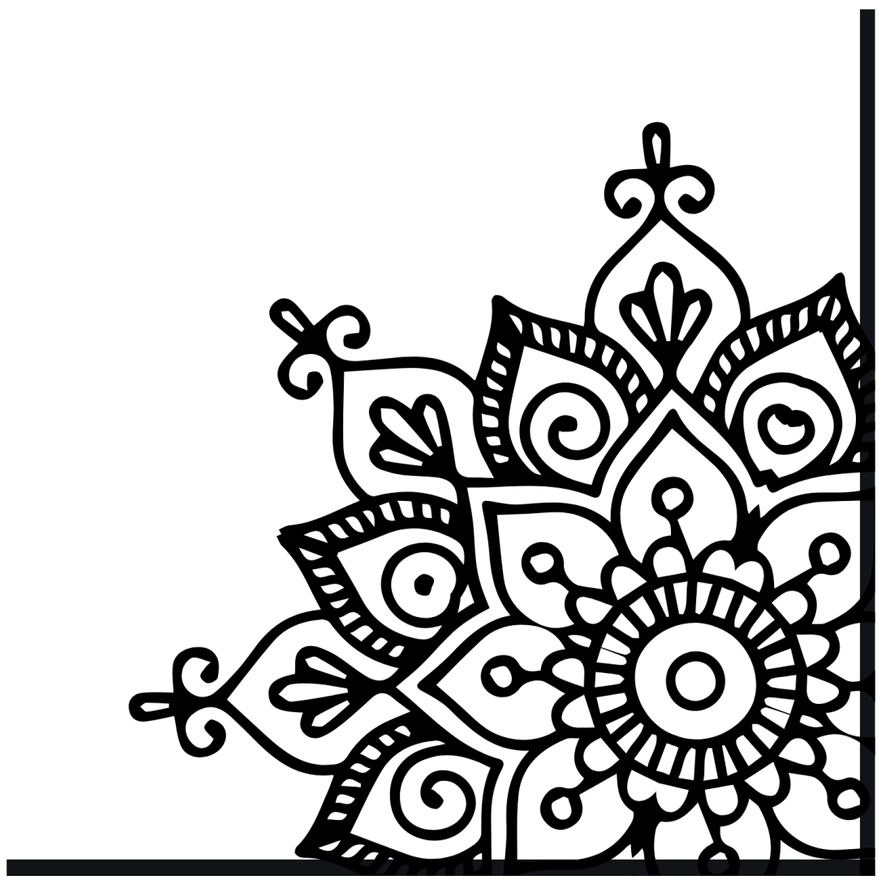

আমি বৈশাখ

নাম - অন্বেষা পাল
বিভাগ : সেন্ট্রাল লাইব্রেরী (বিবেকানন্দ কলেজ)

রৌদ্রত্বেজে দৃপ্ত আমি,
কাঠিন্য আমার অহংকার।
রুক্ষ শুস্ক ধরা মাঝে,
আসি আমি প্রতিবার।

পুরাতন সব আছে যত গ্লানি,
ঘুচিয়ে দেয়ার পন্থা জানি।
নূতনের গান গাইবো সদাই,
করি এই অঙ্গীকার।

দগ্ধ দিনে তপ্ত বাতাস বসুন্ধরা ক্লান্ত,
কালবৈশাখী বয়ে আনি আমি করি বসুমতী শান্ত।
কৃষ্ণচূড়া, শাপলা, বেলি, কাননে ফোটাই গন্ধরাজ,
রঙিন আজ প্রকৃতিমাতা পরনে তার নতুন সাজ।

পঞ্জিকা শুরু আমাকে দিয়েই,
তেরো পার্বনের আরম্ভ হয়।
নব স্বপ্ন, নব আকাঙ্ক্ষার,
আনি সুর, তাল, ছন্দ, লয়।

বিশাখা নক্ষত্র যখনই সূর্যের কাছে আসে,
রুদ্ররূপে প্রকাশিত হয় এই বসুধা মাঝে।
নক্ষত্রের নাম থেকেই হলো আমার উৎপত্তি,
বর্ষারম্ভে লোকমুখে ফিরি এই যে বড়ই প্রাপ্তি।

চৈত্র অন্তে আমার আগমন,
নূতন বছরের করি সূচনা।
আমি বৈশাখ পয়লা যে মাস,
লিখছি নিজের এই রচনা।

হৃদয় বনাম মস্তিষ্ক

নাম - অয়ন মুখার্জী
সেমিস্টার - 6
স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

নিস্তব্ধ একটা গভীর রাতে
চুপচাপ বসে আছি,
ঘুম কেড়ে নিয়েছে বদ অভ্যাসে।
স্বপ্নের নাম এখন মুদ্রাদোষ ;
আমি কিছু একটা ভাবছি , কিছু অদ্ভুত চিন্তা |
বুঝতে পারছিনা, চেষ্টা করছি
চোখ বন্ধ করলেই, স্নায়ুযুদ্ধ
আরো তীব্র হচ্ছে।
ইরা পিঙ্গলা সুষুম্না দিয়ে যেন
কেউ বা কারা বেয়াদবের মতো লম্পটগিরি করছে।
বেশ কিছুক্ষন পর কোনো একটা
মস্তিস্ক স্নায়ু জানালো : “ওরা
ছন্নছাড়া সব ইচ্ছে, ভাবনার দল।”
যত্তসব উজবুক এক একটা।ইচ্ছেরা
সবাই বাইরে বেরোতে চায়
কেউ স্বপ্ন হয়ে.....
কেউ কথা হয়ে.....
আবার কেউ ছন্দ দাবি করছে
সে কবিতা হবে |
ইচ্ছেরা সুর পেতে চায়
কবিতার ইচ্ছে সে গান হবে।
আচ্ছা! ইচ্ছেদের ও ইচ্ছে হয়?
ভাবনারা আরোও ঘনীভূত হয় ;
প্যাঁচ খায়, জটিল হয়,
সিলিং ছুঁতে চায় ;
কথা চায় তারা, শব্দ চাই তাদের ,ভাষায় উগরে দিতে চায় বার্তা |
কেউ কেউ দাবী জানিয়েছে
জলরং, ক্যানভাস, রঙতুলির |
কেউ দাবী করেছে আস্ত একটা মাইক্রোফোনের |

ভাবনারা সত্যিই কি এতটা তীব্র?
এতক্ষনে ওরা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে
আমরা শরীর চাই,
আমরা আকার চাই,
আমরা দেহ চাই,
আমরা বাঁচতে চাই,
আমরা পরিণতি চাই,
আমরা পূর্ণতা চাই।
একটা অস্তিত্ব হীন বস্তু, হৃদয়
চুপি চুপি মস্তিস্ককে গিয়ে বলে।
আমিও তো কতকিছু করতে চেয়েছিলাম , কত্ত স্বপ্ন দেখেছিলাম ,
এমনকি ভালোও বেসেছিলাম ; আশা -
প্রত্যাশা - সোনালী মনন সবই ছিল আমার |
সব স্বপ্নেরা পূর্ণতা পেয়েছিলো ! নাকি কালের নিয়মে তাঁদের
হয়েছে সলিল সমাধী !?

প্রিয়তমা

নাম - রৌশন রেজা
সেমিস্টার - 6
স্ট্রিম - B.Sc. (Hons) Computer Science

তুমি প্রাক্তনী - তুমিই প্রথমা
তুমিই শ্রেষ্ঠা - সৌন্দর্যের প্রতিমা
তুমি আমার মনের গৃহিণী
তোমার চোখের চাহনী
দেখে আমি রুগ্ধ - আমি মুগ্ধ

তুমি প্রেয়সী - তুমিই উর্বশী
তুমি রূপবতী - আমার রূপসী
তুমি ভুলতে চাওয়া কাল
তুমি স্বপ্নের সকাল
আমি তন্দ্রাগত - ঘুমন্ত

তুমি আলো - তুমিই প্রভাত
তুমি চাঁদ - জোছনাময় রাত
আমি আশা নিরাশায়
শুধু তোমার অপেক্ষায়
আমি ক্লান্ত - সর্বশান্ত

তুমি প্রথমা - তুমিই সমা
তুমিই শ্রেষ্ঠা - আমার প্রিয়তমা
আজ বেলা শেষে
তোমার কাছে এসে
আমি শয্যাগত - ফুরন্ত

তুমি সৌখিন - তুমিই গুনবতী
তুমি রাঁধা - তুমিই সতী
তুমি ফুলের সুভাস
তুমি বসন্তের আভাস
আমি ঝরাপাতা - উড়ন্ত

তুমি আশা - তুমিই ভরসা
তুমি অলক্ষিত - শুধুই নিরাশা
আমার জীবনের পুরো খাতায়
তুমিই সব পাতায়
আমি তার শেষ পাতা - সমাপ্ত

খাঁটি সত্য

নাম - Moumi Haldar
সেমিস্টার - 4
স্ট্রিম - B.A. (Hons) Journalism and Mass Communication

প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ
কোন জীবন তুমি চাও?
সুখ-দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে জীবনের স্বাদ
নাকি শুধুই আনন্দ ,খুশি, জীবনের মিথ্যে ফাঁদ
সুখ তো উপভোগের , আসে আবার চলে যায়
কঠিন সময় শুধু আসে না অনেক শিক্ষা ও দিয়ে যায়
জীবনের আসল মর্মের বীজ লুকানো ওই খানেই
কি হত? একবারটি ভেবে দেখে তো!
যাকে কর এত অবহেলা
সেই দুঃখ-কান্না না থাকিলে
জীবন তো এক সার্কাসের খেলা ।।
বন্ধু কি,ভালোবাসা কি,আপন কারা
স্বার্থ ,লোভ
তোমার মধ্যেই তুমি আছ,
আবার থেকে ও হারিয়ে যাচ্ছ
কথাটা জুটিল না সরল
যাইহোক, এটাই জীবনের গরল।
হাসি কান্না অট্টহাসি ,
করুনসুরে বাজছে বাঁশি
বৃষ্টি রোদের বৈচিত্র্যতা
জীবন থেকে কাটায় অসারতা।।
এর পরেও তুমি বলবে জীবন তোমার একঘেঁয়ামি খালি
আসলে এগুলো হল সবই পাগলামি।

LOST IN FRAGRANCE OF YOU

Name - Md. Adil
Semester - 4
Stream - B.Com. (Hons) Commerce

In every face, I seek your elusive trace,
Lost in the fragments of you, I embrace.
In the echo of laughter and the whisper of breeze,
I unravel the mystery, yearning for your keys.

In the labyrinth of souls, a quest unfolds,
For in every heart, your essence holds.
Yet, as I search for you in every gaze,
I find fragments, but my essence sways.

A kaleidoscope of reflections, a mirage so true,
In pursuit of you, I lose what I once knew.
As shadows dance and memories blur.

Take up one idea. Make that one idea your life; dream of it; think of it; live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success, and this is the way great spiritual giants are produced."

শুভ নববর্ষ

বাংলা নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক